সংবাদ

তারিখ ... 30 JUN 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম 4

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের নয়া আইন

বিভাগীয় প্রধান হতে দৌড়ঝাঁপ শুরু শিক্ষকদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া আইন অনুযায়ী অনেক শিক্ষক নতুন করে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। অন্যদিকে বিগত বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে যেসব অধ্যাপক সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে চুক্তিভিত্তিক দলীয় বিবেচনায় চাকরি নিয়েছেন তারা বিপাকে পড়েছেন। কেউ কেউ চাকরি রক্ষায় আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

ভার্সিটি সূত্র জানায়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ৬০ বছরের বেশি বয়সের চেয়ারম্যান পদে ১৫/১৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ সরকারি চাকরি থেকে অবসরে নিয়ে পরে দলীয় বিবেচনায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে ভার্সিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন

শুরু : পৃঃ ২ কঃ ৬

শুরু : দৌড়ঝাঁপ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করছেন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভার্সিটিতে নানা গুঞ্জন রয়েছে। এর মধ্যে একজন প্রোভিসি ও একজন ডিন রয়েছেন।

একজন শিক্ষক জানান, বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের শেষ সময়ে সাবেক ভিসি (প্রয়াত প্রফেসর ডা. এমএ হাদী) দলীয় বিবেচনায় অনেককে ২ বছর থেকে ৩ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেন। আবার অনেক অধ্যাপক নিয়মিত দায়িত্ব পালন কালে চাকরির বয়স ৬০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬২ বছর করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বিভাগীয় চেয়ারম্যান। তারা এখন নয়া আইনে পড়ে পদ হারাতে বসেছেন।

জানা গেছে, দলীয় বিবেচনায় কনসালটান্ট থেকে সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন এখন তারা চেয়ারম্যান হবেন। আর তাদের অধীনে সিনিয়র অধ্যাপকরা নতুন নিয়োমে চুক্তিভিত্তিক কাজ করতে হবে। তবে এটা অনেকে মেনে নিতে পারছেন না। গতকাল রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে একটাই ছিল আলোচনা। কে হবে নতুন চেয়ারম্যান? আর পুরনো সিনিয়র অধ্যাপকরা কিভাবে নতুনদের অধীনে (নির্দেশমতো) কাজ করবেন? আবার অনেকে নয়া নিয়মের বিরোধিতা করে চুক্তিভিত্তিক চাকরি নাও করতে পারেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, নতুন আইন কার্যকর হলে অনেক বিভাগে অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়ে যাবে। দলীয় বিবেচনায় কনসালটান্ট থেকে সহযোগী অধ্যাপক হয়েছে এমন অনেক শিক্ষক এখন আবার বিভাগীয় চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন।

এ ব্যাপারে ভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা 'সংবাদ'কে জানান, যারা চুক্তিভিত্তিক চাকরি নিয়েছেন তারা নয়া নিয়ম অনুযায়ী ভার্সিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকতে পারবেন না। এ তালিকায় প্রোভিসিসহ ১৫ থেকে ১৬ জন রয়েছেন। তবে নয়া নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।